অল্প-স্বল্প গল্প

ওরা আসবে চুপি চুপি

(একটি মিনি নাটকের খসড়া)

কাইউম পারভেজ

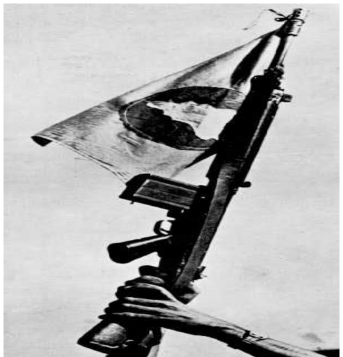
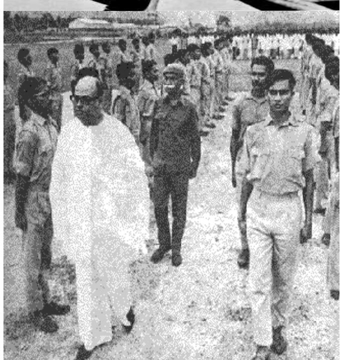
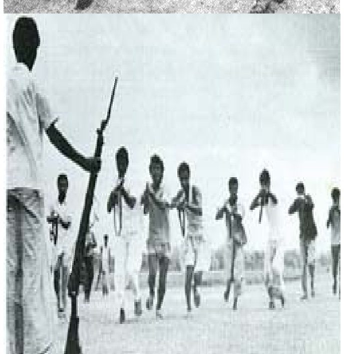
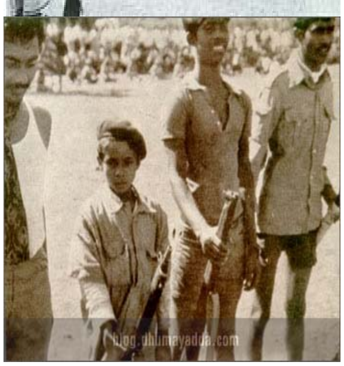

(প্রবাসে বসবাসরত একটি বাঙালি পরিবারের ফ্যামিলি রুম। দেয়ালে আত্মীয় স্বজনদের ছবি টানানো। আরো আছে বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও গ্রাম বাংলার ছবি। খোলা জানালায় উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লাবনী। দেয়ালে আত্মীয় স্বজনদের ছবিগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ ছবির দিকে লাবনীর দুচোখ থমকে যায়। সিডিতে গান বাজছে সাবিনা ইয়াসমিনের কন্ঠে ‘সব কটা জানালা খুলে দাও না, আমি গাইবো বিজয়েরই গান’ । গান চলছে এরই মাঝে লাবনীর আট বছরের ছেলে সজল প্রবেশ করে)

সজল ঃ মা - এই মা কত বেলা হয়ে গেলো তুমি এখনো আমার ব্রেকফাষ্ট দাওনি। ---- মা - এই মা তুমি কথা বলছো না কেন? Are you listening ? (এবার একটু চিৎকার করে - ও মা কথা বলছো না কেন? মা -- মা

লাবনী ঃ কি হয়েছে বাবা? চিৎকার করছো কেন?

সজল ঃ মা তোমার চোখে পানি কেন? তুমি কাঁদছো কেন মা? What makes you cry?

লাবনী ঃ ও কিছু না বাবা - চলো আমি তোমার ব্রেকফাষ্ট রেডি করে দেই।

সজল ঃ না আমি ব্রেকফাষ্ট খাবো না, তার আগে তুমি বলো Why are you crying? তুমি কাঁদছো কেন?

লাবনী ঃ বললাম তো কিছু না।

সজল ঃ আমি কি তোমাকে hurt করেছি?

লাবনী ঃ না সোনামনি তুমি আমাকে hurt করবে কেন?

সজল ঃ তাহলে বাবা?

লাবনী ঃ নারে মানিক কেউ আমাকে hurt করেনি। এমনিতেই মনটা খারাপ।

সজল ঃ জানো মা এই যে গানটা? I like it very much

(লাবনী বুকের মধ্যে জাপটে ধরে সজল-কে। এবার তার কান্নার বাঁধ ভাঙ্গে)

লাবনী ঃ এই গানই তো আমাকে কাঁদায় বাবা এই গানই আমাকে কাঁদায়। - ওরা আসবে চুপি চুপি যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ।

সজল ঃ কে আসবে মা? Whom are you waiting for?

লাবনী ঃ আমার ভাইয়া যদি একবার ফিরে আসে? তাইতো আমি এইদিনে জানালা খুলে সুদুর নীলিমায় তাকিয়ে থাকি ---- যদি -- যদি ভাইয়া

সজল ঃ এইদিন মানে?

লাবনী ঃ আজ ১৬-ই ডিসেম্বর, বিজয় দিবস।

সজল ঃ Oh that's right আজতো বিজয় দিবস। Victory day. আচ্ছা মা, তোমার ভাইয়ার জন্য তোমার খুব খারাপ লাগে তাই না? But you should be proud of him

লাবনী ঃ অফ কোর্স আমি প্রাউড। তবুও ভাইয়ার স্মৃতি কি ভুলে থাকা যায়?

সজল ঃ আচ্ছা মা। তোমার কি সেই সময়ের কথা এখনো মনে আছে?

লাবনী ঃ খুব মনে আছে। ভাইয়ার মত লাখো মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, একের পর এক দখলকৃত এলাকা শত্রুমুক্ত হচ্ছে, আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। বাবা এর মাঝেও বলে যাচ্ছেন - দেখিস মা আমার নয়ন যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করবেই করবে। জয় বাংলা বলে চিৎকার করতে করতে তোকে আমাকে জড়িয়ে ধরবে। বলবে বাবা, দেশ স্বাধীন হয়েছে তোমাকে আর দুঃখ কষ্ট করতে হবে না । লাবণীর লেখাপড়া আমার ভবিষ্যৎ কোন চিন্তা নেই বাবা। এ দেশ থেকে দুঃখ কষ্ট গরীবি হটে যাবে। বলো বাবা জয় বাংলা --------

সজল ঃ তারপর কি হলো মা?

লাবনী ঃ ষোলই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে আসছে। আমরা সবাই ভাইয়ার অপেক্ষায়। বাবা রাস্তার এ মাথা থেকে ওমাথা কেবল ছুটছেন কখন তাঁর নয়নের মনি নয়ন ফিরবে। অপেক্ষার শেষ হয় না। অবশেষে শেষ হলো। ভাইয়ার বন্ধুরা শহরে ঢুকেই সোজা আমাদের বাড়ীর দিকে আসছে। বাবা তাদের দেখে চিৎকার করছে কইরে লাবণী তোর মাকে ডাক বোধ হয় এই দলে আমার নয়ন আসছে । নয়ন নয়ন আয় বাবা আয় এই বুকে আয় আমার হিরো ছেলে আয় জয় বাংলা। .... ভাইয়ার বন্ধুরা যখন বাবার সামনে এসে মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে তখন বাবা একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন কইরে আমার নয়ন কোথায়? কথা বলছিস না কেন? তোরা ওকে কোথায় রেখে এলি? নয়ন আমার নয়ন করতে করতে বাবা জ্ঞান হারালেন। .. পরে জানলাম শহরে ঢোকার মুহূর্তে ১৫ই ডিসেম্বর এক সাডেন এনকাউন্টারে নয়ন গুলিবিদ্ধ হয়। অসম্ভব রকমের ব্লিডিং হয়েছিলো। তারপর এক সময়ে .....

(সজল-এর বাবা আসিফ-এর প্রবেশ)

আসিফ ঃ কি ব্যপার? মা ব্যাটাতে মনে হয় খুব খোশ গল্প চলছে? ..... ওহ সরি .. সিরিয়াস কোন কথা হচ্ছে বুঝি?

সজল ঃ বাবা জানো, আজ বিজয় দিবস। Victory day. মা আমাকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বললো। নয়ন মামা-র কথা বললো। I'm proud to be a nephew of a Shaheed Mukhti Joddha.

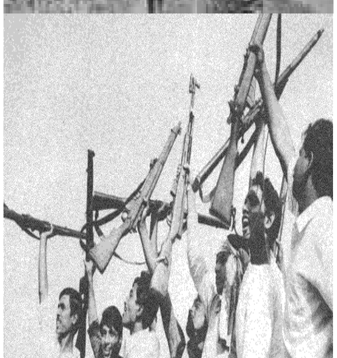

আসিফ ঃ I'm proud too. সকল মুক্তিযোদ্ধার জন্য আমিও গর্বিত। I salute to them. এসো তোমাকে এখন মুক্তিযুদ্ধের একটা কবিতা শোনাই

লাবনী ঃ বেশ তোমরা পিতাপুত্র মিলে কাব্য চর্চ্চা করো আমি চায়ের পানিটা গরম দিয়ে আসি।

আসিফ ঃ আরে দাঁড়াও পানি পরে হবে আগে এটা শোনো।

সজল ঃ That's right মা তুমি আমার কাছে এসে বসো Please। কবিতাটা বলো বাবা ।

আসিফ আবৃতি করবে ঃ

আমি বাংলাদেশ জন্ম উনিশ্‌শো একাত্তর
ছাব্বিশে মার্চ শুক্রবার লগ্ন প্রথম প্রহর।
আত্মকথা বলতে হলে একটু পিছনে যাই
ভারত তখনো ভাগ হয়নি দেশ ছিলো একটাই।
বৃটিশ শাসন চলছে তখন এক দফা এক দাবী
ভারত ছেড়ে বৃটিশ রাজ কবে স্বদেশ যাবি?

উনিশ্‌শত সাতচল্লিশ আগষ্ট চোদ্দ এলো
ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান, পূব-পশ্চিম হোল
পূর্বে রইলো বাঙালি সব ধর্ম ধর্ম করি
পশ্চিম হোল ধর্মের ভাই শাসকের রূপ ধরি।
ধর্ম দোহাই দিয়ে বাঙালি সত্বা হোল যে খুন
বাংলা ভাষাটি ছিনিয়ে নেবার প্রয়াস হোল দ্বিগুন।

দিনটি ছিলো বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী
বাঙালি সেদিন প্রাণ দিলো তবু ভাষাকে দিলো না ছাড়ি।
সেদিন থেকেই বুঝলো সবাই ওরা নয়কো ভাই
গোলাম বানিয়ে শোষণ করবে আছে তো ধর্ম দোহাই।
শিক্ষা চাকরী ব্যবসা থেকে সবটাতে বৈষম্য
পাবার বেলায় সব কিছুতে পশ্চিম অগ্রগণ্য।

তিল তিল করে প্রতিটি বাঙালির বুকে জমা হয় ক্ষোভ
ওদের সাথে গাঁটছড়া হলে বাড়বে কেবলই দুর্ভোগ।
সেই সে ক্ষোভ পড়লো ফেটে উনসত্তুরের শেষে
ছাত্র-জনতার বিপ্লব হলো স্বৈরাচারীর দেশে।
স্বৈরাচার নিপাত গেলো এলো অপর জন
গণভোটের ধূয়ো তুলে থামালো আন্দোলন।
সত্তুরের সেই গণভোটের রায় দেখে সব কাত
বাঙালি এবার শাসক হবে? ক্ষমতা যায় বেহাত!
নানা রকম ফন্দি-ফিকির বৈঠক আলোচনা
সব অধিকার ফিরিয়ে দিলেও ক্ষমতা ছাড়বে না।

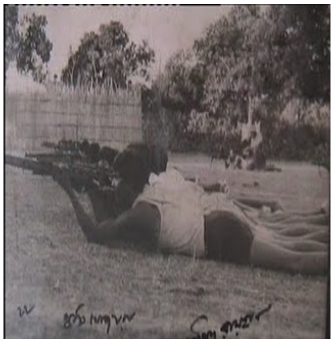

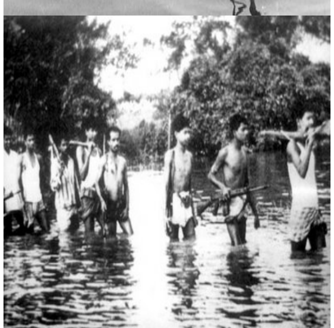

এবার বাঙালি শপথ নিলো হয় বাঁচা নয় মরা
গোটা দেশটাই অচল হোল অসহযোগের দ্বারা।
সেই সে ফাঁদে জড়িয়ে গিয়ে পঁচিশে মার্চ রাত্রে
লেলিয়ে দিলো পাক-সেনাদের বাঙালি বংশ মারতে।
শুরু হোল ধ্বংসযজ্ঞ বেসুমার গণহত্যা
ভাই নয় ওরা পরম শত্রু, জানলো বাঙালি সত্বা।
ঘোষিত হোল বাংলাদেশের কাংখিত স্বাধীনতা
শত্রু নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লো আবালবৃদ্ধবনিতা।

তিরিশ লক্ষ প্রাণ দিতে হোল নয়টি মাস ধরে
শত্রুমুক্ত করলো আমায় - ষোলই ডিসেম্বরে।

(আনন্দে আবেগে লাবনী সজল হাততালি দেয়।)

সজল ঃ বাবা। Excellent. খুব সুন্দর হয়েছে।

লাবনী ঃ তোমার বাবা বরাবরই ভালো আবৃত্তি করে।

আসিফ ঃ আজ বিকেলে Granville- এ বিজয় দিবস-এর অনুষ্ঠানে গেলে তুমি আরো ভালো ভালো আবৃত্তি শুনতে পাবে।

সজল ঃ আচ্ছা বাবা। আমরা তো অষ্ট্রেলিয়া-তে থাকি তাহলে আমরা বাংলাদেশের বিজয় দিবস করবো কেন?

লাবনী ঃ তুমি বোঝাও এবার, আমি চা-টা বানিয়ে আনি।

আসিফ ঃ সজল -- অষ্ট্রেলিয়াতে বসবাস করলেও আমরা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ। আমরা বাঙালি। সেটাই আমাদের প্রথম পরিচয়। আমরা যেমন এদেশের culture, environment-এর সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছি, তেমনি এগুলোর পাশাপাশি, আমাদের history, culture আচার অনুষ্ঠানগুলোও ধরে রাখতে হবে। আমাদের own identity বা নিজস্ব পরিচয় এবং স্বকীয়তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এই অষ্ট্রেলিয়াতে বিভিন্ন দেশ এবং ভাষাভাষির লোক বাস করছে। তাদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব একটা হিসট্রি, একটা কালচার আছে and they maintain it properly. বাঙালি হিসেবে আমাদের জীবনেও ইতিহাস, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকতে হবে। আজ বিকেলে যে অনুষ্ঠানটা হবে সেখানেও এই সাবজেক্ট নিয়ে অনেক ডিসকাসন হবে।

সজল ঃ Great, I want to know more about this

(নেপথ্যে লাবনী-র কণ্ঠ শোনা যায়)

লাবনী ঃ কই তোমাদের পিতা-পুত্রের আলোচনা পর্ব শেষ হলো? ব্রেকফাষ্ট কিন্তু প্রায় রেডি।

আসিফ ঃ ওই যে - ৮ নম্বর হুঁশিয়ারী সংকেত পড়ে গেছে। সময়মত না গেলে তুফান শুরু হয়ে যাবে। চল যাই বেটা। বিকেলেতো আবার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যেতে হবে।

সজল ঃ চল বাবা। (বাবা-র হাত ধরে সজল এগোচ্ছে। গুনগুন করে গাইছে সব কটা জানালা খুলে দাও না। বাবা-ও ওর সাথে গলা দেবার চেষ্টা করছে।)

(টেলিফোন বাজার শব্দ)

লাবনী ঃ হ্যালো। জ্বি ভাই স্লামালেকুম। কেমন হচ্ছে আপনাদের রিহার্সেল? কি যে বলেন। এই বিদেশ বিভূঁয়ে এত প্রতিকূলতার মাঝে তবুওতো আপনারা একটু সময় দিচ্ছেন বলেই আমাদের বাচ্চা গুলো নিজেদের ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারছে। ঠিক আছে ভাই আপনি একটু ধরেন আমি ওকে দিচ্ছি। এ্যাই শুনছো - এই যে মামুন ভাই কথা বলবেন -- ধরো

আসিফ ঃ স্লামালেকুম ভাই। এই তো আছি ভালোই। জ্বি বলেন। এক্ষুনি? আপনাদের রিহার্সেল কখন? আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসছি। না না দেরী হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। বাই।

লাবনী আমাদের বাংলাদেশের পতাকাটা যেন কোথায়?

সজল ঃ ওটা আমার ঘরের ওয়ালে হ্যাং করা আছে। আনবো?

আসিফ ঃ আনো তো বাবা। ওটা নিয়ে রিহার্সেলে যেতে হবে। আজকের অনুষ্ঠানে লাগবে।

সজল ঃ বাবা আমি তোমার সাথে যাই?

আসিফ ঃ নিশ্চয়ই যাবে। আগামীতে তো তোমাদেরকেই এসবের দায়িত্ব নিতে হবে।

লাবনী ঃ আমিও যাবো।

আসিফ ঃ গুড। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও।

(মামুন-এর বাসায় রিহার্সেল চলছে। শিল্পীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্বপরিবারে আসিফও সেখানে।)

মামুন ঃ এই যে সবাই রেডি? হাতে বেশী সময় নেই কিন্তু। আচ্ছা, আমরা কোন জায়গা থেকে যেন শুরু করবো?

ঝিনুক ঃ জীবন দা-র কবিতা থেকে।

মামুন ঃ ঠিক আছে। জীবন তুমি রেডি?

জীবন ঃ হ্যাঁ রেডি।

মামুন ঃ সবাই চুপ। এক, দুই, শুরু

জীবন আবৃত্তি করে ঃ

তোমাকে আমি চিনি
তোমাকে আমি জন্মাতে দেখেছি।
গোলাকার বলয়ের মধ্য থেকে

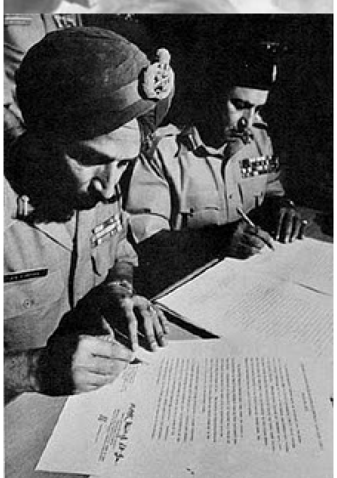

ফিনকী দেয়া রক্তের স্রোত থেকে
তুমি বেরিয়ে আসছো।

সেকি কষ্ট যন্ত্রনা, প্রসব বেদনা
তবুও - তুমি বেরিয়ে এসেছো
তোমাকে আমি জন্মাতে দেখেছি।

তুমি হামা দিতে দিতে বেড়ে গেলে
এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দোর গলে গলে।
তোমাকে দেখেছি স্মৃতি সৌধে কখনো শহীদ মিনারে
কখনো কালো রাস্তায় নয় পল্টনের কিনারে।
কখনো বটতলা মধুর কেন্টিন, কখনো বন্ধ কারাগারে
কখনো আন্দোলনে মিছিলের স্রোতে
নয়তো কখনো ক্লান্ত তুমি হতাশাদের বাড়ীতে।

এই তুমি সেই তুমি না?
যাকে দেখেছি রিক্সার সীটে নৌকার হালে
লাঙ্গলের মাথায় অশ্বত্থের ছায়ায়
পাকা ধানের শীষে, দোয়েল শালিকের শিসে
ঈদের মাঠেতে পূজা মন্ডপে
বড়দিন নয় মাঘী পূর্ণিমাতে।

হ্যাঁ তোমাকেইতো আমি দেখেছি
চাঁদপুর রংপুর দিনাজপুর সূত্রাপুর স্বপ্নপুর
সকাল সন্ধ্যা রাতে।
মহেশখালী সুতিয়াখালী নোয়াখালী বোয়ালখালী সব খালি
সব জায়গাটাতে।

তোমার সাথে আমার দেখা
শরতের সন্ধ্যায় - নিষেধের আঙ্গিনায়
পৌষের সকালে - বিষন্ন বিফলে
গ্রীষ্মের প্রখরে - না পাওয়ার দ্বারে দ্বারে
বর্ষার টানা গানে - কখনো আশার বানে
দেখেছি তোমায় আমি সবখানে, সবখানে।
তোমার যে কত নাম
মুক্তি স্বাধীন স্বদেশ বিজয় আশা প্রত্যাশা বিপ্লব
কখনো নূর হোসেন মিলন বসুনিয়া জানা অজানা নাম সব।
এতো জানি আমি তবুও না জানি তোমার সম্মুখ চারিপাশ
তুমি এখন চল্লিশের টগবগে ইতিহাস।

সমবেত কণ্ঠে গান ঃ ও আমার বাংলা মা তোর রূপের সুধায় জীবন আমার যায় জুড়িয়ে

(রিহার্সেল এগিয়ে চলছে। শেষ পর্যায়ে একক কন্ঠে সব শেষ গানটি শুরু করে নমিতা .... সব কটা জানালা খুলে দাও না ... আমি গাইবো গাইবো বিজয়েরই গান। এরই মাঝে লাবনী চুপচাপ চলে যায় ঘরের বাইরে। ব্যাকইয়ার্ডে। পারগোলর একটা পোষ্ট জড়িয়ে ধরে চেয়ে থাকে সুদুর নীলিমায় যতদুর চোখ যায়। সে চোখ ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসে। সজল মাকে না দেখে বাইরে বেরিয়ে আসে। মাকে জড়িয়ে ধরে। লাবনী হাঁটু গেঁড়ে বসে। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে নমিতার গান - চোখ থেকে মুছে ফেলো অশ্রুটুকু এমন খুশীর দিনে কাঁদতে নেই --------- নমিতার সাথে গলা মিলিয়ে সজলও লাবনীর চোখের জল মুছে দিতে দিতে গেয়ে ওঠে চোখ থেকে মুছে ফেলো অশ্রুটুকু এমন খুশীর দিনে কাঁদতে নেই ---- লাবনী সজলকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে এবার সজোরে কাঁদতে থাকে --- নমিতার কন্ঠে শোনা যায় ওরা আসবে চুপি চুপি যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ ----- ।)